65702 - যনিি শষে রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতে চান তনিি কি ইমামরে সাথে বতিরিরে নামায পড়বনে?

প্রশ্ন

আমি একজন মুসলমি নারী। আমি নয়িমতি তারাবী সালাত আদায় করি। আমি যদি সালাত আদায় করতে মসজদিে না যাই বশেরিভাগ ক্ষত্রেে আমার ছটে ভাই সওে মসজদিে যায় না। মসজদিে গলেে আমরা ইমামরে সাথে বতিরিরে সালাত আদায় করি। আমি শষে রাতে উঠে তাহাজ্জুদরে সালাত আদায় ও কুরআন তলিাওয়াতরে অভ্যাস গড়ে তুলছে।ি তবে বতিরিরে সালাত আদায় করার পর তো আর তাহাজ্জুদরে সালাত আদায় করতে পারি না। এখন আমার ক্ষত্রেে কোনটি বশেি ভাল? তারাবীর সালাত আদায় করতে মসজদিে যাওয়া যাতে আমার ভাই মসজদিে গয়িে সালাত আদায় করতে পার।ে নাকি বাসায় থকেে শষে রাতে তাহাজ্জুদরে সালাত আদায় করা। এই দুইটরি মধ্যে কোনটতিে বশেি সওয়াব পাওয়া যাব?ে

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আপনার মসজদিে যাওয়া, তারাবী নামাযরে জামাতে উপস্থতি হওয়া,মুসলমি বোনদরে সাথে দখো-সাক্ষাত করা ইত্যাদি সবই ভাল আমল; আলহামদুলল্লিাহ। এবং আপনার ভাইকে ভাল কাজে সহায়তা করা এটা আরো একটি ভালআমল।আপনার এই আমলগুলো পালন করা ও শষে রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার মাঝে তো কোন সংঘর্ষ নইে। আপনার পক্ষে এ ফজলিতপূর্ণ কাজগুলোরমাঝে সমন্বয় করা সম্ভব।

এ ক্ষত্রেে দুটো পদ্ধতি হতে পার:ে

প্রথমত : আপনি ইমামরে সাথে বতিরিরে নামায আদায় করে ফলেবনে। তারপর দুই রাকাত রাকাত করে আপনার সুবধিামত যত রাকাত সম্ভব তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে নবিনে। তবে বতিরিরেসালাত পুনরায় পড়বনে না। কারণ এক রাতে দুইবার বতিরি পড়া যায় না।

দ্বতিীয়ত : আপনি বতিরিরে নামায শষে রাতরেজন্য রখেে দবিনে। অর্থাৎ ইমাম যখন বতিরিরে সালাত আদায় শষেে সালাম ফরিাবনে তখন আপনি সালাম না ফরিয়িে দাঁড়য়িে যাবনে এবং অতরিক্তি এক রাকাত যোগ করবনে যাতে শষে রাতে আপনি বতিরি আদায় করতে পারনে।

শাইখ ইবনে বাযরাহমিাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়ছেলি: ইমাম বতিরিরে সালাত আদায় শষে করলে কছিু মানুষ দাঁড়য়িে যায় এবং

অতরিক্িত এক রাকাত যোগ করে যাতশেষে রাতে তনিি বতিরি পড়তে পারনে। এই আমলরে হুকুম কি? এতে কি তনিি "ইমামরে সাথে সালাত সম্পন্ন করছেনে" ধরা যাব?তনিি উত্তরে বলনে: "আমরা এতে কোন দোষ দখেি না। আলমেগণএটা পরষ্কিারভাবে বলে দয়িছেনে।তনিি এটা করনে যনে বতিরি (বজেোড়) নামাযটা শষে রাতইে আদায় করতে পারনে। তাঁর ক্ষত্রেে এ কথা বলাও সত্য হবে য,ে "ইমাম শষে করা পর্যন্ত তনিি ইমামরে সাথে নামায আদায় করছেনে"। কারণ ইমাম নামায শষে করা পর্যন্ত তনিি তো ইমামরে সাথে ক্বয়িাম করছেনে এবং এরপর তনিি এক রাকাত যোগ করছেনেঅন্য একটি শরয়ি কল্যাণরে কারণ।ে সটো হলো-বতিরি (বজেোড়) নামাযটা যাতে শষে রাতওোদায় করা যায়। তাই এতে কোন সমস্যা নইে। অতরিক্িত এ রাকাতরেকারণে এ ব্যক্তি 'যারা ইমামরে সাথে শষে পর্যন্ত নামায পড়ছেনে' তাদরে দল থকেে বরে হয়ে যাবে না। বরং তনিি তো ইমামরে সাথে সম্পূর্ণ নামায আদায় করছেনে। তবে ইমামরে সাথে নামায শষে করনেনি;কছিুটা বলিম্বে শষে করছেনে।" সমাপ্ত

[মাজমূ ফাতাওয়াইবনে বায (১১/৩১২)]

শাইখ ইবনে জবিরীনহাফজিাহুল্লাহকে এই প্রশ্নরে মত একটি প্রশ্ন করা হয়ছেলি, উত্তরে তনিি বলন: "মুক্তাদরি ক্ষত্রেে উত্তম হল ইমামরে অনুসরণ করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তনিি তারাবী ও বতিরি নামাযশষে করনে। যাতে করে তার ক্ষত্রেে এই কথা সত্য হয় যে তনিি ইমামরে সাথে ইমাম শষে করা পর্যন্ত সালাত আদায় করছেনে এবং তারজন্য সারারাত ক্বয়িাম করার সওয়াব লখো হয়; যমেনটি ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য 'আলমেগণ হাদসি রওেয়ায়তে করছেনে।"

এর উপর ভত্তিি করে বলা যায় য,ে যদি তনিি তাঁর (ইমামরে) সাথে বতিরি নামায আদায় করনে তবে শষে রাতে বতিরি নামায আদায় করার প্রয়োজন নইে। যদি তনিি শষে রাতে উঠনে তবে তনিি তার জন্য যত রাকাত সম্ভব তা জোড় সংখ্যায় (অর্থাৎ দুই দুই রাকা'আত কর)ে আদায় করবনে। বতিরিরে পুনরাবৃত্তি করবে না, কারণ এক রাতে দুইবার বতিরি হয় না।

আর কছিু আলমে ইমামরে সাথে বতিরিকজোড় বানয়িে (অর্থাৎ এক রাকাত যোগ কর)ে পড়াকে উত্তম হসিবেে গণ্য করছেনে। তা হল এভাবে যে ইমাম সালাম ফরিানো শষেে তনিি অতরিক্িত এক রাকাত সালাত আদায় করে তারপর সালাম ফরিাবনে এবং বতিরিরে নামায শষেরাতে তাহাজ্জুদরে সাথে পড়ার জন্য রখেে দবিনে । এর দলীল হচ্ছ-ে নবীসাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী :

" (فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)

"আপনাদরে মধ্যে কউে ফজর হয়ে যাওয়ার আশংকা করলে আদায় করা সালাতরে সাথে এক রাকাত বতিরি পড়ে নবিনে।"

তনিি আরও বলছেনে :

(اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

“আপনারা বতিরিরে (বজেোড়রে) মাধ্যমে আপনাদরে রাতরে সালাত সমাপ্ত করুন।”সমাপ্ত[ফাতাওয়া রমজান (পৃঃ ৮২৬)]

আল-লাজ্নাদ-দায়মিা দ্বতিীয় ব্যাপারটকিে উত্তম বলে ফতোয়াদয়িছে।

[ফাতাওয়াল্ লাজনাহ আদ্দায়মিা (ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র) (৭/২০৭)]

আমরা আল্লাহর কাছে আপনার জন্য তাওফকি ও দ্বীনি অটলতার দোয়া করছি।আল্লাহই সবচয়েে ভাল জাননে।